ব্যাংকের আমানত
Bank Deposit

ইউনিট
১১

ভূমিকা

একজন ব্যবসায়ীর বড় আকারের ঋণ মূলধনের প্রয়োজন হলে সে ব্যাংকের দারস্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে ব্যাংক অর্থ পায় কই। পৃথিবীর সবদেশের ব্যাংকগুলোতে মূল তহবিল আসে মানুষের ক্ষুদ্র আমানতকারীর হিসাবে জমাকৃত অর্থ থেকে।

ব্যাংকিং ব্যবসার তহবিলের মূল উৎস আমানত। ব্যাংকের আমানত বা লেনদেন সাধারণত গ্রাহকের বিভিন্ন রকম হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। গ্রাহক তার প্রয়োজনমতো অর্থ চেক বা অন্যান্য ব্যাংকিং পণ্যের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে। এই ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম, তা পরিচালনা ও বন্ধ করার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : ব্যাংক হিসাব এর ধারণা, ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ
পাঠ-১১.২ : ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
পাঠ-১১.৩ : ব্যাংক হিসাব খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি
পাঠ-১১.৪ : ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

মূখ্য শব্দ	ব্যাংক হিসাব, চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, স্থায়ী হিসাব।

পাঠ-১১.১ ব্যাংক হিসাবের ধারণা, ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক হিসাবের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।

ব্যাংক হিসাবের ধারণা

যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ জমা রাখে এবং তা থেকে উত্তোলনের সুযোগ, তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে অর্থ জমা দিয়ে হিসাব খুলতে পারে। ব্যক্তিক হিসাব ব্যক্তি নিজে এবং প্রতিষ্ঠানিক হিসাব দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিচালনা করে। ব্যাংকে নগদ টাকা, চেক, ড্রাফট ইত্যাদি জমা দিলে তার হিসাবে যোগ বা ক্রেডিট (Credit) করা হয়। আবার কোন চেক লিখে টাকা উত্তোলন করলে তার হিসাব থেকে বিয়োগ বা ডেবিট (Debit) করা হয়।

"ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে ফি এর বিনিময়ে গ্রাহক ব্যাংক সেবা গ্রহণ করে।"

আরো ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকের নিজস্ব নথিপত্রে প্রত্যেক আমানতকারীর নাম, ঠিকানা ও হিসাব নম্বরযুক্ত এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রত্যেকের জমাকৃত অর্থ গ্রহণ, উত্তোলনকৃত অর্থ এবং অন্যান্য সেবার সমুদয় হিসাব সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ (Types of Bank Account)

ব্যাংক তিন ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে। যথা :

১. চলতি হিসাব (Current Account)
২. সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)
৩. স্থায়ী হিসাব (Fixed Account)

নিচে ব্যাংক হিসাবগুলোর বিবরণ দেওয়া :

১. **চলতি হিসাব (Current Account):** যে ব্যাংক হিসাব থেকে প্রতিদিন (ছুটির দিন ছাড়া) যতোবার খুশি টাকা জমা দেওয়া এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। সাধারণত ব্যবসায়ী এবং অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ হিসাব খুলে থাকে।

চলতি হিসাব হলো এমন একটি চলমান হিসাব যাতে নিয়মিত ভাবে বা বারবার টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায়।

এ হিসাব থেকে সাধারণত আমানতকারীদের কোনরূপ সুদ দেয়া হয় না। তবে আমানতকারীকে জমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা দিতে পারে।

হিসাবের প্রকৃতি অনুযায়ী চলতি হিসাবকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

প্রধান সমস্যা হলো, সব সময় একটি ন্যূনতম টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হয় এবং এর কম হলে ব্যাংককে চার্জ দিতে হয়। অপর দিকে ব্যাংকের সমস্যা হলো, চাহিবামাত্র টাকা দিতে হয় বলে সব সময় প্রচুর নগদ অর্থ ক্যাশে রাখতে হয়, বিনিয়োগ করা যায় না।

২. **সঞ্চয়ী হিসাব (Savings account):** নগদ অর্থ হাতে না রেখে ব্যাংকে সঞ্চয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে হিসাব খোলা হয়, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। এ হিসাবে দিনে যতোবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়। তবে সাধারণত সপ্তাহে দুইবার এই হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় এবং এর বেশি বারের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হয়। কি পরিমাণ টাকা উঠানো যাবে মোটও নির্ধারিত থাকে। এই হিসাবের আমানতকারীকে ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ বা মুনাফা দিয়ে থাকে।

চাকুরিজীবী, নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন, মধ্যবিত্ত ও নিু মধ্যবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনের নিকট সঞ্চয়ী হিসাব খুবই জনপ্রিয়। কারণ সঞ্চিত আমানত নিরাপদে থাকে, প্রয়োজনে উঠানো যায় এবং সুদ বা মুনাফাও পাওয়া যায়।

৩. **স্থায়ী হিসাব (Fixed account):** যে হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা হয় এবং সাধারণত অর্থ উত্তোলন করা যায় না, তাকে স্থায়ী হিসাব বলা হয়। তিন মাস থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫ বৎসর সময়ের জন্য এই হিসাবে টাকা জমা রাখা যায়। এই হিসাবে সুদের হার সবচেয়ে বেশি। তবে মেয়াদের পরিমাণের উপর হার কম-বেশি হয়ে থাকে। এই হিসাবে অর্থ জমা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাংক মক্কেলকে একটি স্থায়ী আমানত রশিদ প্রদান করে। মেয়াদ শেষে আমানতকারী তা ভাংগিয়ে টাকা উত্তোলন করে থাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অগ্রিম নোটিশ দিয়ে আমানতকারী তা ভাংগাতে পারে। তবে আমানতকারী সুদ পাবে না।

চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী হিসাব ছাড়াও ব্যাংকে বিশেষ ধররে হিসাবের প্রচলন রয়েছে। যেমন–

বিশেষ ধরনের হিসাব (Special types of account): নিচের হিসাবগুলোকে বিশেষ ধরনের হিসাবের আওতায় আনা যায়।

ক. ডিপোজিট পেনশন স্কীম খ. ডাকঘর সঞ্চয়ী হিসাব

গ. বীমা সঞ্চয়ী হিসাব ঘ. পৌনঃ পৌনিক হিসাব

ঙ. ঋণ আমানতি হিসাব চ. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ছ. বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাব

উপরের হিসাবগুলোর মধ্যে ডিপোজিট পেনশন স্কিম সবচেয়ে জনপ্রিয়। এ হিসাবের মালিক প্রতিমাসে একটি নির্ধারিত অর্থ জমা রাখে এবং একটি মেয়াদ (ধরুন, ১০ বছর, ২০ বছর) শেষে এককালীন সুদ-আসল পুরো টাকা তুলে নিতে পারেন।

বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাবঃ বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি যে হিসাবের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা যথাঃ ডলার, পাউন্ড ইত্যাদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা করতে পারে, তাকে বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাব বলে। কমপক্ষে ২ মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বৎসর মেয়াদে এই হিসাবে পাউন্ড এবং ডলার জমা দেয়া যায়। মেয়াদ শেষে সুদসহ আসল বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কি কি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আর্থিক লেদেন করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপঃ

সাধারণত ব্যাংকে ৩ ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। যেমনঃ ১. চলতি হিসাব, ২. সঞ্চয়ী হিসাব ও ৩. স্থায়ী হিসাব

১. চলতি হিসাবঃ যে হিসাবে দিনে যতোবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায়, তা চলতি হিসাব। **২. সঞ্চয়ী হিসাবঃ** নগদ অর্থ হাতে না রেখে ব্যাংকে সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যে হিসাব খোলা হয় তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। **৩. স্থায়ী হিসাবঃ** যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা হয় তখন ঐ হিসাবকে স্থায়ী হিসাব বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ব্যাংক আমানতকারীর নাম, ঠিকানা, হিসাব নম্বরযুক্ত করে অর্থ গ্রহণ ও উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করলে তাকে কি বলে?

ক. ব্যাংক হিসাব　　খ. চেক
গ. ব্যাংক বিধি　　ঘ. ব্যাংক ড্রাফট

২। দিনে যতোবার খুশি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যায় তাকে কী হিসাব বলে?

ক. স্থায়ী　　খ. মেয়াদী
গ. চলতি　　ঘ. সঞ্চয়ী

৩। যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ জমা রাখা হয় এবং মেয়াদ শেষের আগে সাধারণত তা উত্তোলন করা যায় না তাকে কী হিসাব বলে?

ক. সঞ্চয়ী　　খ. স্থায়ী
গ. সাধারণ　　ঘ. চলতি

৪। গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দিলে ব্যাংক উক্ত টাকা কিভাবে হিসাব করে?

ক. ডেবিট করে　　খ. ডেবিট ক্রেডিট উভয়ই করে
গ. ক্রেডিট করে　　ঘ. কিছুই করে না

৫। কোন হিসাবের মাধ্যমে জমাতিরিক্ত টাকা উত্তোলনের সুবিধা পাওয়া যায়।

ক. স্থায়ী হিসাব　　খ. মেয়াদী হিসাব
গ. সঞ্চয়ী হিসাব　　ঘ. চলতি হিসাব

পাঠ-১১.২ ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যাংক হিসাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত

ব্যাংক হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব গ্রাহক বা আমানতকারীর প্রেক্ষাপটে এক ধরনের, আবার ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধরনের হয়। নিচে এর একটি বিষদ বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক) গ্রাহকের জন্য:

১) অর্থের নিরাপত্তা : হাতে অর্থ রাখলে তা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্যদিকে ব্যাংক হিসাবের অর্থ নিরাপদে থাকে।

২) ব্যবসায়িক লেনদেন : ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ চেকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন করা যায়।

৩) ঋণের সুবিধা : চলতি আমানত থেকে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট নামে ঋণ নেওয়া যায়। এ ছাড়া স্থায়ী আমানতের বিপরীতেও ঋণ নেওয়া যায়।

৪) ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ : ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়। তাই এটি একটি ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ।

৫) সেবা অর্জন : হিসাব খোলার কারণে ব্যাংক তার গ্রাহকের হয়ে বাড়ি ভাড়া গ্রহণ, বিল পরিশোধ ইত্যাদি সেবা নিতে পারেন।

খ) ব্যাংকের জন্য:

১) আমানত গ্রহণ : বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে বিধায় ব্যাংক তার তহবিল গঠন করতে পারে।

২) বিনিয়োগ : গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে।

গ) জাতীয় অর্থনীতির জন্য:

১) সঞ্চয়প্রবণতা সৃষ্টি : ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

২) মূলধন গঠন : ব্যাংক হিসাবের জমাকৃত অর্থ মূলধন সৃষ্টি করে।

৩) বিনিয়োগ ও উৎপাদন : ব্যাংকের বিনিয়োগৃকত অর্থ দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪) কর্মসংস্থান : ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত প্রকল্পে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে। এসব হিসাবের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক আমানত বা হিসাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব গ্রাহক বা আমানতকারীর প্রেক্ষাপটে এক ধরনের, আবার ব্যাংকের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ধরনের হয়। **ক. গ্রাহকের জন্য :** ১. অর্থের নিরাপত্তা, ২. ব্যবসায়িক লেনদেন, ৩. ঋণের সুবিধা, ৪. ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ, ৫. সেবা অর্জন ও ৬. অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মিটানো। **খ. ব্যাংকের জন্য:** ১. আমানত গ্রহণ, ২. বিনিয়োগ ও ৩. বৈদেশিক বিনিময়। **গ. ব্যষ্টিক অর্থনীতির জন্য:** ১. সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি, ২. পুঁজি বা মূলধন গঠন, ৩. বিনিয়োগ ও উৎপাদন।

 পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ব্যাংক তহবিলের মূল উৎস কোনটি?

ক. বিনিয়োগ　　খ. আমানত

গ. ঋণ　　ঘ. শেয়ার ইস্যু

২। গ্রাহকের জন্য ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য কয়টি?

ক. ৩টি　　খ. ৪টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৫টি

৩। ব্যাংকে টাকা রাখা একটি ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ কারণ–

ক. আমানতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা থাকে

খ. নির্দিষ্ট সময় পরে সুদ পাওয়া যায়

গ. অতিরিক্ত অর্থেও প্রয়োজন মেটায়

ঘ. ঋণ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে

৪। ব্যাংক কেন আমানত গ্রহণ করে?

ক. তহবিল গঠনের জন্য　　খ. ঋণ প্রদানের জন্য

গ. শিল্পোন্নয়নের জন্য　　ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

পাঠ-১১.৩ ব্যাংক হিসাব খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Bank Account)

ব্যাংক হিসাব হলো আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে যোগাযোগ এবং লেন-দেনের মাধ্যম। ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য অবশ্যই একটি নিয়ম মানতে হবে। আসুন সেটি নিয়ে আলোচনা করি। ব্যাংকে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের। শুধু আবেদন পত্রের রংয়ের ভিন্নতা ছাড়া কোন পার্থক্য নেই। তাই এই দু'টি বিষয়কে একই সাথে আলোচনা করা হলো হিসাব খোলার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনপত্র নিতে হবে।

আবেদনপত্র বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা প্রথমেই চলতি হিসাব নাকি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হবে তা নিশ্চিত হয়ে নির্ধারিত আবেদনপত্র প্রদান করেন। এর সাথে তিনি দস্তখতের নমুনা কার্ড প্রদান করেন এবং কিরূপে আবেদন পত্র ও দস্তখত কার্ড পূরণ করা হবে তারও ইংগিত প্রদান করেন।

১. আবেদন পত্রের পাঁচটি অংশ নিম্নরূপ তথ্যাদি দ্বারা পূরণ করতে হয় ঃ

(i) **আবেদনকারীর বিবরণঃ** এই অংশ আবেদনকারীর নাম, পিতা বা স্বামীর না, জাতিয়তা, পেশা, বয়স, বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্বারা পূরণ করতে হয়।

(ii) **পরিচয়দানকারীর বিবরণঃ** এই অংশে পরিচয় বা সনাক্তকারী ব্যক্তিকে তার নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং তার হিসাব নম্বর উলেখ করতে হয়।

(iii) **মনোনীত ব্যক্তির পরিচয়ঃ** এই অংশে আবেদনকারীকে একজন নমিনি (Nominee)-এর নাম, ঠিকানা, বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। আমানতকারীর মৃত্যুর পর এই মনোনীত ব্যক্তি হিসাবের টাকা পেয়ে থাকে।

(iv) **স্বাক্ষরঃ** আবেদনকারীকে স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। যৌথ নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্থানে প্রত্যেককেই স্বাক্ষর দিতে হয়।

(v) ছবিঃ বর্তমানে প্রচলিত নিয়মের আলোকে আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীকে দুই কপি (পি.পি) সাইজ সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হয় যা পরিচয় দানকারী সত্যায়িত করে থাকে।

২. **নমুনা স্বাক্ষর কার্ড পূরণঃ** এই কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে তাকে নিজ নাম তিনবার লিখতে হয় এবং তিনটি স্বাক্ষর দিতে হয়। স্বাক্ষরের গরমিল হলে ব্যাংক চেকের টাকা দেয় না।

৩. **প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদি সংযোজনঃ** আবেদনকারী আবেদনপত্রের সাথে নিচের দলিলাদি সংযুক্ত করে দিতে হয়ঃ

ছবি;

নমিনির ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি,

(TIN) সার্টিফিকেট

[প্রতিষ্ঠান হলে ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত দলিলাদি যেমন, ট্রেড লাইসেন্স, স্মারক লিপি, নিবন্ধনপত্র ইত্যাদি।

৪. **আবেদনপত্র জমা দান :** এই পর্যায়ে আবেদনকারীকে পূরণকৃত আবেদন পত্র, নমুনাস্বাক্ষর কার্ড এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ হিসাব খোলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়। পূরণকৃত ফরম এবং সংযুক্ত সকল তথ্যাদিতে সন্তুষ্ট হলে তিনি একটি হিসাব নাম্বার বরাদ্দ করে তা আবেদন পত্র এবং নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর ম্যানেজার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং এর সাথে সাথেই আবেদনকারী হিসাব খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

৫. **জমার রসিদ সংগ্রহ এবং প্রাথমিক জামানত জমা:** হিসাব খোলার অনুমতি পত্র পাবার পরই আবেদনকারী অর্থ জমা দিলেই তাঁর হিসাবটি সচল হয়ে যাবে।

৬. **চেক ও পাস বই প্রদান:** প্রাথমিক আমানত ব্যাংকে জমা দেয়ার পর ব্যাংক আমানতকারীকে টাকা উত্তোলনের সুবিধার জন্য চেক বহি এবং টাকা জমা ও উঠানোর হিসাব সংরক্ষণের জন্য পাস বহি প্রদান করে থাকে। হিসাব খোলার মাধ্যমে আমানতকারী ব্যাংকের গ্রাহকে পরিণত হয়।

খ) স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ

সুন্দরভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবার দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়। তিনি পূরণকৃত ফরম ও সাথে সংযুক্ত সকল তথ্যে সন্তুষ্ট হলে হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর আবেদন পত্রে উলিখিত অর্থ গ্রহণের জন্য একটি রসিদ প্রদান করেন। তিনি রসিদে একটি নাম্বার প্রদান করেন এবং তার স্থায়ী হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর নাম্বারযুক্ত স্থায়ী জমা রসিদটি (ঋউজ) আমানতকারীকে হস্তান্তর করে। এই রসিদে টাকার পরিমাণ, জমার মেয়াদ, সুদের হার, জমাকারীর নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষরসহ অন্যান্য নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে। আমানতকারী ঋউজ টি নিজস্ব হেফাজতে যত্ন করে রাখে এবং মেয়াদ শেষে ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ব্যাংক সুদ বা মুনাফাসহ সকল অর্থ প্রদান করে।

ব্যাংক হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি

কোনো ধরনের ঋণ না থাকলে গ্রাহকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ব্যাংক হিসাবটি বন্ধ করে দেয়।

১) হিসাব বন্ধ করার অনুরোধপত্র (কোম্পানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত সভার অনুরোধপত্র)
২) অব্যবহৃত চেকবই, পাসবই, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ফেরত দিতে হবে।

কোন মক্কেল তার ব্যাংক হিসাব (চলতি বা স্থায়ী) বন্ধ করতে আগ্রহী হলে ব্যাংকের ম্যানেজার বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতেহয় এবং সাথে পাস বুক ও অব্যবহৃত চেকবইটি ফেরৎ দিতে হয়। একই সাথে আমানতকারীর হিসাবও খতিয়ান পৃষ্ঠায় 'হিসাব বন্ধ' লিখে রাখে। অবশ্য বিভিন্ন কারণে এমনিতেই হিসাব বন্ধ হয়ে যায়: যেমন, মক্কেলের মৃত্যু হলে, সে পাগল বা দেউলিয়া হলে, হিসাব বন্ধ করার নোটিশ দিলে, ৩য় ব্যক্তির নিকট হিসাবের অর্থ হস্তান্তর করলে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	যে কোন একটি ব্যাংক পরিদর্শন কর এবং কিভাবে একটি ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলে ও বন্ধ করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী হিসাবের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর হিসাব খোলার পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের। শুধু আবেদনপত্রের রং এর ভিন্নতা ছাড়া তেমন ভিন্নতা নেই।
প্রতিটি হিসাবে টাকা জমা দেয়ার জন্য নির্ধারিত রং এর ছাপানো ফরম রয়েছে। চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যায়। অপর দিকে স্থায়ী হিসাবের টাকা সাধারণত মেয়াদ শেষ হবার পরই উত্তোলন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। কোন্ কোন্ শ্রেণীর হিসাব খোলার পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের?

ক. স্থায়ী ও সঞ্চয়ী　　খ. স্থায়ী ও চলতি

গ. চলতি ও সঞ্চয়ী　　ঘ. কোনটিই নয়

২। ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য কোন কাজটি আগে সম্পন্ন করতে হয়?

ক. গ্রাহক পরিচিতি ফর্ম পূরণ　　খ. জাতীয় পরিচয়পত্র জমাদান

গ. প্রাথমিক অর্থ জমাদান　　ঘ. নিবন্ধনপত্র জমাদান

৩। স্থায়ী হিসাবের টাকা উত্তোলনের কোনটি প্রয়োজন হয়?

ক. চেক বহি　　খ. আবেদন পত্র

গ. টাকা জমার রসিদ　　ঘ. সব ক'টি

৪। ব্যাংক কখন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়?

ক. হিসাবে ঋণ না থাকলে　　খ. সুদ প্রাপ্তি না থাকলে

গ. গ্রাহক দেউলিয়া হলে　　ঘ. সময়মতো সুদ প্রদান না করলে

পাঠ-১১.৪ ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

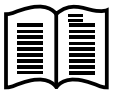

ব্যাংকে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ব্যাংক হিসাব খোলার পূর্বে কতিপয় বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হল:

১) ব্যাংকের অবস্থান : আমানতকারীকে সাধারণত catchment area-তে হিসাব খোলা উচিত। হিসাব খোলার পূর্বে তার ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল বা নিজস্ব বাসস্থান ইত্যাদির সাথে ব্যাংকের অবস্থান (Location of Bank) বিবেচনা করে নিতে হয়।

২) বহুমুখী সেবা : যে ব্যাংক বহুমুখী সেবা প্রদান করে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সে ব্যাংকই উপযোগী।

৩) বৈদেশিক বিনিময় : একটি ব্যাংকের সকল শাখা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যদি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজন হয়, তবে যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে অনুমতিপ্রাপ্ত সেই ব্যাংকেই হিসাব খোলা উচিত।

৪) সুনাম : সেবা প্রদানে ব্যাংকের সুনাম ভালো, সেই ব্যাংকাটিকেই হিসাব খোলার জন্য বেছে নেওয়া প্রয়োজন।

৫) শাখা : অধিক শাখাসম্পন্ন ব্যাংক গ্রাহকের জন্য উপযোগী। কারণ বর্তমানে অন-লাইন ব্যাংকিং চালু হওয়ায় যে কোন জায়গায় শাখা থেকে টাকা উঠানো যায়।

৬) তালিকাভুক্ত ব্যাংক : তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য অধিক নিরাপদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭) ঋণসুবিধা : যেসব ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নীতি অপেক্ষাকৃত নমনীয়, সেসব ব্যাংকে হিসাব খোলা প্রয়োজন।

৮) সুদ : যে ব্যাংকের আমানতের সুদ উচ্চ এবং ঋণের সুদ স্বল্প, সেসব ব্যাংকে হিসাব খোলা প্রয়োজন।

৯) সেবার উপর চার্জ : স্বল্প চার্জে অধিক সেবা প্রদানকারী ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন।

১০) আইসিটি সেবা : যেসব ব্যাংক অনলাইন, ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং, এটিএম সহ অন্যান্য ব্যাংকিং পণ্য বা সেবা প্রদান করে, ব্যাংক হিসাব খোলারে ক্ষেত্রে সে সকল ব্যাংকগুলোকে নির্বাচন করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ব্যাংক পরিদর্শন করে দেখ গ্রাহকরা ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে থাকে এবং এ সম্পর্কে তোমার অর্জিত জ্ঞান যাচাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক হিসাব খোলার পূর্বে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো: ১. ব্যাংকের অবস্থান, ২. বহুমুখী সেবা, ৩. বৈদেশিক বিনিময়, ৪. সুনাম, ৫. শাখা, ৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক, ৭. ঋণসুবিধা, ৮. সুদ, ৯. সেবার উপর চার্জ ও ১০. ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং সুবিধা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে তালিকাভূক্ত ব্যাংক নির্বাচন করা উচিত কেন?

ক. অধিক নিরাপত্তার জন্য
খ. অধিক সুবিধা পাওয়ার জন্য
গ. ব্যাংক চার্জ কম হওয়ার জন্য
ঘ. সুদ পাওয়া যাবে বলে

২। ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় কোনটি?

ক. অধিক ব্যাংক মুনাফা
খ. অধিক সুদের হার
গ. ব্যাংক কর্মকর্তাদের দক্ষতা
গ. অধিক নিরাপত্তা

৩। কোন ব্যাংক গ্রাহকের নিকট অধিক নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
খ. অতালিকাভূক্ত ব্যাংক
ঘ. তালিকাভূক্ত ব্যাংক

৪। ব্যাংকের সাফল্য ও কর্মদক্ষতা নিচের কোনটির উপর নির্ভরশীল?

ক. দক্ষ ব্যবস্থাপনা
খ. অধিক কর্মকর্তা
গ. ব্যাংকের সুনাম
ঘ. অধিক মুনাফা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাংক আমানত বলতে কী বুঝ?
২। ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝ?
৩। ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি সমূহ কী?
৪। সঞ্চয়ী হিসাব বরতে কী বুঝ?
৫ চলতি হিসাব বলতে কী বুঝ?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাংক হিসাব কীভাবে খোলা হয়? ব্যাখ্যা কর।
২। ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের পদ্ধতি সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা কর।
৩। বাংক হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি সমূহ কী কী? ব্যাখ্যা কর।
৫। "ব্যাংক ধার করা অর্থেও ধারক" ব্যাখ্যা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. জনাব শামীম একজন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী। তার ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তাকে দেশের ভিতরে ও বাহিরে অর্থের লেনদেন করতে হয়। এ কারণে তিনি চিন্তাভাবনা করছেন কীভাবে সহজে ও নিরাপদে অর্থের লেনদেন করা যায় এবং তিনি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

ক. কেন ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়?

খ. দৈনিক যতবার প্রয়োজন অর্থ উত্তোলন ও জমাদান করা যায় কোন হিসাবের মাধ্যমে?

গ. জনাব শামীমের জন্য কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব উপযোগী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব শামীম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান তার মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? বিশ্লেষণ কর।

২. জনাব রায়হান নারায়ণগঞ্জের একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। 'সোনারী ব্যাংকে'-এ তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। যা থেকে তিনি যতবার ইচ্ছা টাকা উত্তোলন করতে পারেন। তিনি একবার বেড়াতে কক্সবাজার যান। তখন হঠাৎ বেশ সস্তায় ব্যবসায়িক পণ্য পান। ঐ ব্যাংকের কল্যাণে তিনি তা সময়মতো ক্রয় করতে সমর্থ হন। বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় তাদের শাখা রয়েছে। তবে কোনো কার্ডের ব্যবস্থা নেই।

ক. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের তহবিলের মূল উৎস কী?

খ. ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ''সোনারী ব্যাংকে''-এ জনাব রায়হানরে কোন ধরনের ব্যাংক হিসাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ব্যাংকের একটি সেবা জনাব রায়হানরে মতো ব্যবসায়ীদের কাজকে সহজ করে দেয়-উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ :	১. খ	২. গ	৩. খ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ :	১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ :	১. ক	২. গ	৩. ঘ		